[২০১৯] ৭ এস.সি আর ৩৩৫

তেজস্বিনী গৌড় এবং অন্যরা

বনাম

শেখর জগদিশ প্রসাদ তেওয়ারি এবং অন্যান্য

(২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৮৩৮)

০৬ মে, ২০১৯

[আর. ভানুমতী এবং আর. সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতিদ্বয়]

হিন্দু সংখ্যালঘু ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬: ধারা ৬,১৩-একটি নাবালক সন্তানের হেফাজত-হেবিয়াস কর্পাসের রিট-বজায় রাখা-তথ্যের ভিত্তিতে, বাবা নাবালক সন্তানের হেফাজত চেয়ে আবেদনকারীদের কাছ থেকে নাবালক সন্তানের হেফাজত চেয়ে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন দায়ের করেছিলেন-উচ্চ আদালত আবেদনকারীদের নাবালক সন্তানের হেফাজত বাবার হাতে হস্তান্তর করার নির্দেশ দিয়ে হেবিয়াস কর্পাসের রিট জারি করার নির্দেশ দিয়েছে-এর ন্যায্যতা-সিদ্ধান্তঃ আবেদনকারীরা হলেন শিশুটির মায়ের বোন এবং ভাই, যার নাবালক সন্তানের হেফাজত রাখার কোনও আইনি কর্তৃত্ব নেই-ধারা ৬ অনুসারে, বাবা নাবালক সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক এবং সন্তানের হেফাজত দাবি করার আইনি অধিকার রয়েছে-বাবা একমাত্র স্বাভাবিক অভিভাবক জীবিত এবং সন্তানকে পরিত্যাগ করেননি বা অবহেলা করেননি-শিশুটি অনিবার্য পরিস্থিতিতে আবেদনকারীদের হেফাজতে চলে যায়, যা তার মা ও বাবার অসুস্থতার কারণে-কেবল কারণ, আবেদনকারীরা আত্মীয় হওয়ায় কিছু সময়ের জন্য সন্তানের যত্ন নিয়েছিল, তারা সন্তানের হেফাজত ধরে রাখতে পারে না-যদি কোনও হেফাজত মঞ্জুর না করা হয় ১০ প্রথম উত্তরদাতা, আদালত শিশু এবং বাবা উভয়কেই একে অপরের ভালবাসা এবং স্নেহ থেকে বঞ্চিত করবে যার তারা অধিকারী-যেহেতু শিশুটি অল্প বয়সে অর্থাৎ ১/৪ বছর, এই পর্যায়ে তার পছন্দ নির্ধারণ করা যায় না-সন্তানের কল্যাণ এবং তার হেফাজত পাওয়ার জন্য বাবার অধিকারের কথা মাথায় রেখে এবং মামলার সমস্ত তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করার পরে, হাইকোর্ট এই রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল যে সন্তানের হেফাজত বাবার কাছে হস্তান্তর করার মাধ্যমে সন্তানের কল্যাণ সর্বোত্তমভাবে পরিবেশন করা হবে-তবে, শিশুটি বাবার বাড়ির পরিবেশে বসতি স্থাপন করবে, আবেদনকারীদের সাক্ষাতের অধিকার থাকবে-হাইকোর্টের আদেশ উক্ত নির্দেশ সাপেক্ষে বহাল থাকবে।

রিটঃ হেবিয়াস কর্পাস রিট-শিশু হেফাজতের বিষয়ে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা-সিদ্ধান্তঃ হেবিয়াস করপাসের অধিকার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া, যা অবৈধ বা অনুপযুক্ত আটক থেকে ব্যক্তির মুক্তি সুনিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকরী উপায় সরবরাহ করে, যাতে তাৎক্ষণিক মুক্তি পাওয়া যায়-

কোনও নাবালকের হেফাজত ভুলভাবে বঞ্চিত হলে তার অভিভাবককে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রিট তার প্রভাব প্রসারিত করে-শিশু হেফাজতের বিষয়ে, রিট হেবিয়াস কর্পাস মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতা কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই যোগ্য যেখানে কোনও নাবালকের আটকের অধিকারী কোনও ব্যক্তি তার আইনি হেফাজতের অধিকারী নন-এই জাতীয় বিষয়ে সাধারণ প্রতিকার কেবল হিন্দু সংখ্যালঘু ও অভিভাবকত্ব আইন বা অভিভাবক ও ওয়ার্ড আইনের অধীনে থাকে-এটি কেবল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই, নাবালকের হেফাজতে থাকা পক্ষগুলির অধিকার হেবিয়াস কর্পাসের আবেদনের উপর অতিরিক্ত-সাধারণ এখতিয়ার প্রয়োগ করে নির্ধারিত হবে।

আপিল নিষ্পত্তি করে আদালত

স্থির করেছেঃ ১.১ অবৈধ বা অনুপযুক্ত আটক থেকে অবিলম্বে মুক্তির কার্যকর উপায় প্রদান করে বিষয়টির স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার জন্য হেবিয়াস কর্পাসের রিট একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। কোনও নাবালকের হেফাজত ভুলভাবে বঞ্চিত হলে তার অভিভাবককে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যও রিটটি তার প্রভাব প্রসারিত করে। যে ব্যক্তি তার আইনি হেফাজতের অধিকারী নয় তার দ্বারা নাবালকের আটককে রিট দেওয়ার উদ্দেশ্যে অবৈধ আটকের সমতুল্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়, নাবালকের হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া। কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে নাবালকের হেফাজত পুনরুদ্ধারের জন্য যিনি ব্যক্তিগত আইন অনুসারে তাঁর আইনী বা প্রাকৃতিক অভিভাবক নন, উপযুক্ত ক্ষেত্রে, রিট আদালতের এখতিয়ার রয়েছে।

১.২ হেবিয়াস কর্পাস কার্যধারা হেফাজতের বৈধতা ন্যায়সঙ্গত বা পরীক্ষা করার জন্য নয়। হেবিয়াস কর্পাস কার্যধারা একটি এফ মাধ্যম যার মাধ্যমে সন্তানের হেফাজত আদালতের বিবেচনার সাথে সম্বোধন করা হয়। হেবিয়াস কর্পাস একটি বিশেষাধিকার রিট যা একটি অসাধারণ প্রতিকার এবং রিট জারি করা হয় যেখানে নির্দিষ্ট মামলার পরিস্থিতিতে, সাধারণ প্রতিকার হয় পাওয়া যায় না বা অকার্যকর হয়; আইডি হেফাজতের বিষয়, রিট মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতা কেবল সেই ক্ষেত্রেই যোগ্য যেখানে কোনও নাবালিকাকে তার আইনি হেফাজতের অধিকারী নয় এমন ব্যক্তির দ্বারা আটক করা হয়। শিশু হেফাজতের বিষয়ে, হেবিয়াস কর্পাসের রিট রক্ষণযোগ্য যেখানে এটি প্রমাণিত হয় যে পিতামাতা বা অন্যদের দ্বারা একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে আটক করা অবৈধ এবং আইনের কোনও কর্তৃত্ব ছাড়াই ছিল।

১.৩ শিশুর অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে, সাধারণ প্রতিকার শুধুমাত্র হিন্দু ক্ষুদ্রতার ও অভিভাবকত্ব আইন অথবা অভিভাবক ও পিতামাতার আইন অনুযায়ী প্রদান করা হয়, যেমনটি প্রযোজ্য। অভিভাবক ও পিতামাতার আইন অনুযায়ী প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত মামলায়, আদালতের এখতিয়ার নির্ধারিত হয়, যদি ক্ষুদ্র ব্যক্তি সাধারণত এমন একটি এলাকায় বাস করে যেখানে আদালত ওই ধরনের এখতিয়ার ব্যবহার করে। অভিভাবক ও পিতামাতার আইনের অধীনে অনুসন্ধান এবং রিট আদালতে ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে, যা সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো শিশুর কল্যাণ। রিট আদালতে, অধিকার কেবল এফিডেভিটের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। যেখানে আদালত মনে করে যে একটি বিস্তারিত অনুসন্ধান প্রয়োজন, আদালত অস্বীকার করতে পারে অতিরিক্ত এখতিয়ার প্রয়োগ এবং পক্ষগুলিকে সিভিল আদালতে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারে। কেবলমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্রের অভিভাবকত্বের অধিকার রিট আবেদন মাধ্যমে অতিরিক্ত এখতিয়ার প্রয়োগ করে নির্ধারণ করা হবে।

২.১ এই ক্ষেত্রে, আপিলকারীরা হচ্ছেন মায়ের বোন ও ভাই, যাদের কাছে আইনগত অধিকার নেই ক্ষুদ্র শিশুটির অভিভাবকত্বের অধিকার দাবি করার। যেখানে, হিন্দু ক্ষুদ্রতার ও অভিভাবকত্ব আইনের ধারা ৬ অনুযায়ী, প্রথম উত্তরদাতা-পিতা হচ্ছেন শিশুর প্রকৃত অভিভাবক এবং তার কাছে শিশুটির অভিভাবকত্বের অধিকার রয়েছে। শিশুর অভিভাবকত্বের অধিকার সম্পর্কে পিতার সাথে কোনো বিতর্ক নেই এবং ১½ বছর বয়সী শিশুটি তার বুদ্ধিমান পছন্দগুলি প্রকাশ করতে অক্ষম। সুতরাং, এই মামলার প্রকৃতিগত পরিস্থিতিতে, পিতা হিসেবে, প্রকৃত অভিভাবক হিসেবে, তিনি ভারতীয় সংবিধানের ধারা ২২৬ অনুযায়ী শিশুর অভিভাবকত্বের জন্য অতিরিক্ত প্রতিকার চাওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত ছিলেন।

২.২ শিশু হেফাজতের মামলাগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আদালত কেবল পিতামাতা বা অভিভাবকদের আইনি অধিকার দ্বারা আবদ্ধ নয়। যদিও বিশেষ বিধির বিধানগুলি পিতামাতা বা অভিভাবকদের অধিকার পরিচালনা করে, তবে নাবালকের কল্যাণ অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের হেফাজত সম্পর্কিত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিবেচ্য বিষয়। আদালতের জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত শিশুর স্বার্থ এবং শিশুর কল্যাণ, এবং শিশুর সাধারণ আরাম, সন্তুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বৌদ্ধিক উন্নয়ন এবং অনুকূল পরিবেশের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

২.৩ তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, বাবা একমাত্র স্বাভাবিক অভিভাবক জীবিত এবং তিনি শিশুটিকে পরিত্যাগ করেননি বা অবহেলা করেননি। শুধুমাত্র এই মামলার বিশেষ পরিস্থিতির কারণে, শিশুটি আপিলকারীদের দ্বারা যত্ন নেওয়া হয়েছিল, যারা শিশুটির মা জেড-এর আত্মীয়। শিশুটি এস একটি অদ্ভুত এবং দুঃখজনক পরিস্থিতিতে আপিলকারীদের অভিভাবকত্বে চলে গিয়েছিল। তার মায়ের, জেড-এর গর্ভাবস্থার পঞ্চম মাসে স্তন ক্যান্সারের স্টেজ ৩/৪ ধরা পড়েছিল। জেড ১৪-০৮-২০১৭ তারিখে শিশুটি এস কে জন্ম দেন। ২৯-১১-২০১৭ তারিখে, উত্তরদাতা নং ১ অসুস্থতার কারণে খিঁচুনি দিয়ে অচেতন হয়ে পড়েন। তার পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে টিউবারকুলোসিস মেনিনজাইটিস এবং পালমোনারি টিউবারকুলোসিস ধরা পড়ে। তাকে প্রায় আট দিন ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছিল, এই সময়ে আপিলকারীরা জেড এবং শিশুটির যত্ন নেন। প্রথম উত্তরদাতা তার অসুস্থতা থেকে সুস্থ হতে একাধিক হাসপাতালে দীর্ঘ সময় চিকিৎসা নিতে বাধ্য হন। ২৯-১১-২০১৭ থেকে ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত, জেড এবং এস আপিলকারীদের মুম্বই ও পুনে বসবাসে ছিলেন। জেড ১৭-১০-২০১৮ তারিখে মারা যান। অসুস্থতার পর সুস্থ হয়ে, উত্তরদাতা তার সন্তানটির অভিভাবকত্ব চেয়ে পুনে সফর করেন। কিন্তু যখন তারা অভিভাবকত্ব দিতে অস্বীকার করেন, তখন পিতা বাধ্য হয়ে রিট আবেদন দাখিল করেন শিশুটির অভিভাবকত্ব চেয়ে। সুতরাং, শিশুটি এস আপিলকারীদের অভিভাবকত্বে অনিবার্য পরিস্থিতিতে চলে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তার স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি পিতাকে শিশুটির যত্ন নেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল। আইন অনুসারে, ধারা ৬-এ, পিতা হচ্ছেন শিশুর প্রকৃত অভিভাবক এবং তার অভিভাবকত্বের অধিকার রয়েছে, এবং আপিলকারীদের কোনো আইনগত অধিকার নেই শিশুটির অভিভাবকত্বের উপর। এক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র শিশুর অভিভাবকত্বের প্রশ্নে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল 'শিশুর কল্যাণ', এবং বর্তমান আইনের অধীনে পিতামাতার অধিকার নয়।

২.৪ প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির কারণে শিশুর কল্যাণ নির্ধারণ করতে হয় এবং আদালত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে না। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, প্রথম উত্তরদাতা শিশুটিকে পরিত্যাগ করেননি বা সন্তানকে তার ভালবাসা ও স্নেহের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেননি। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, পিতামাতার অসুস্থতার কারণে, আপিলকারীদের কিছু সময়ের জন্য শিশুটির যত্ন নিতে হয়েছিল।

শুধুমাত্র এই কারণে যে, আপিলকারীরা আত্মীয় হওয়ার কারণে কিছু সময়ের জন্য শিশুটির যত্ন নিয়েছিলেন, তারা শিশুটির অভিভাবকত্ব রাখতে পারে না। আপিলকারীদের এটি দাবি করার বিষয় নয় যে, প্রথম উত্তরদাতা শিশুটির যত্ন নিতে অযোগ্য, তবে তারা কেবলমাত্র দাবি করেছেন যে, তার কাছে শিশুটির যত্ন নেওয়ার জন্য কোনো মহিলা সহায়ক নেই। প্রথম উত্তরদাতা তার অসুস্থতা থেকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং এখন তিনি স্বাস্থ্যে সুষ্ঠু এবং তার মায়ের সহায়তায় শিশুটির যত্ন নিতে সক্ষম।

২.৫ শিশুটির বয়স মাত্র দেড় বছর এবং শিশুটি তার জন্মের পর প্রায় চার মাস ধরে বাবার সঙ্গে ছিল। যদি প্রথম উত্তরদাতাকে হেফাজত না দেওয়া হয়, তবে আদালত সন্তান ও বাবা উভয়কেই একে অপরের ভালবাসা ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত করবে যার জন্য তারা যোগ্য। যেহেতু শিশুটি কম বয়সী অর্থাৎ দেড় বছর বয়সী, তাই এই পর্যায়ে তার পছন্দ নির্ধারণ করা যায় না। সময়ের সাথে সাথে, সে আবেদনকারীদের সাথে আরও বন্ধন গড়ে তুলতে পারে এবং কিছু সময়ের পরে, সে তার বাবার কাছে যেতে অনিচ্ছুক হতে পারে, এই ক্ষেত্রে প্রথম উত্তরদাতা তার সন্তানের ভালবাসা এবং স্নেহ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হতে পারে। সন্তানের কল্যাণ এবং তার হেফাজত পাওয়ার জন্য বাবার অধিকারের কথা মাথায় রেখে এবং মামলার সমস্ত তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করার পরে, এটি দেখা গেছে যে হাইকোর্ট এই রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল যে প্রথম উত্তরদাতার কাছে সন্তানের হেফাজত হস্তান্তর করার মাধ্যমে সন্তানের কল্যাণ সর্বোত্তমভাবে পরিবেশন করা হবে।

২.৬ আবেদনকারীদের হেফাজত থেকে শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া এবং প্রথম উত্তরদাতার কাছে শিশুটির হেফাজত হস্তান্তর করা প্রাথমিকভাবে কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে; তবে, এটি নিরপেক্ষ করা হবে সময়ের সাথে সাথে। যাইহোক, যতক্ষণ না শিশু প্রথম উত্তরদাতা-পিতার বাড়ির পরিবেশে বসতি স্থাপন করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ১ ও ২ নং আপিলকারী শিশু-মৌখিক শুনানিতে প্রবেশ করতে পারবেন। 'হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় উপরের নির্দেশ এবং পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ডঃ বীণা কাপুর বনাম বরিন্দর কুমার কাপুর (১৯৮১) ৩ এস. সি. সি ৯২; সরিতা শর্মা বনাম সুশীল শর্মা (২০০০) ৩ এস. সি. সি ১৪; [২০০০] ১ এস. সি. আর ৯১৫; জি ইভা মেরি এলিজাবথ বনাম জয়রাজ এবং অন্যান্য ২০০৫ এস. সি. সি অনলাইন ম্যাড ৪৭২: এ. আই. আর ২০০৫ ম্যাড ৪৫২; এল. চন্দ্রন বনাম মিসেস ভেঙ্কটলক্ষ্মী এবং আরেকটি ১৯৮০ এস. সি. সি অনলাইন এ. পি ৮০: এ. আই. আর ১৯৮১ এ. পি ১;

রবি কান্ত কেশরী এবং অন্য বনাম কৃষ্ণ কুমার গুপ্ত এবং অন্যান্যরা ১৯৯২ এস. সি. সি অনলাইন অল ৫৪৮: এ. আই. আর ১৯৯৩ অল ২৩০; সুরিয়েজ বনাম এম আব্দুল কাদের এবং অন্যান্যরা ২০১৭ এস. সি. সি অনলাইন কার ৪৯৩৫; মুরারি লাল শর্মা এবং অন্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা ২০১৩ এস. সি. সি অনলাইন ২৩০৪৫: এ. আই. আর ২০১৩ ক্যাল ২১৩; আর সুরেশ কুমার বনাম কে. এ কাবতী এবং অন্যান্যরা এম. এ. এন. ইউ/টি. এন/; অথর হুসেন বনাম সৈয়দ সিরাজ আহমেদ এবং অন্যান্যরা (২০১০) ২ এস. সি. সি ৬৫৪: [২০১০] ১ এস. সি. আর ৪৯; নীল রতন কুণ্ডু এবং অন্য বনাম অভিজিৎ কুণ্ডু (২০০৮) ৯ এস. সি. সি ৪১৩ = [২০০৮] ১১ এস. সি. আর আই. এম. এল; কীর্তিকুমার জোশি বনাম প্রদীপ কুমার যোশী (১৯৯২) সুমেধা নাগপাল (২০০৯) ১ এস. সি. সি ৪২: [২০০৮] ১৬ এস. সি. আর ৩৯৬; বেবি সরোজম বনাম এস. বিজয়কৃষ্ণন নায়ার এ. আই. আর ১৯৯২ কের ২৭৭; অভিমন্যু পোরিয়া বনাম রাজবীর সিং এবং অন্যান্য ২০১৮ এস. সি. সি অনলাইন ডেল ৬৬৬১: এ. আই. আর ২০১৮ ডেল ১২৭; ৪.১। ভেঙ্কটকৃষ্ণাইয়া এবং অন্য ওয়াই. সত্যকুমার ১৯৭৮ এস. সি. সি অনলাইন কার ২৪১: এ. আই. আর ১৯৭৮ কার ২২০; গৌহর বেগম বনাম সুগি ওরফে নাজমা বেগম এবং অন্যান্য এ. আই. আর ১৯৬০ এস. সি ৯৩: [১৯৬০] এস. সি. আর ৫৯৭; শ্রীমতী মঞ্জু মালিনী শেষাচলম ডি/ও শ্রী আর. শেষাচলম বনাম অন্যান্য ২০১৮ এস. সি. সি অনলাইন বিজয় তিরুগনানম এস/ও থিভুগনানম এবং অন্যান্য ৬২১; অমল পাওয়ার বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য রমেশ পাওয়ার চাকো পুলপারামপিল এবং অন্যান্য ১৯৭০ এ. আই. আর কের ১ (এফ. বি); ক্যাপ্টেন দুষ্যন্ত সোমল বনাম শ্রীমতী, সুষমা সোমল এবং অন্যান্য (১৯৮১) ২ এস. সি. সি ২৭৭; সৈয়দ সালিমউদ্দিন বনাম ডঃ রুখসানা এবং অন্যান্য (২০০১) ৫ এস. সি. সি ২৪৭; নির্মলজিৎ কৌর (২) বনাম পঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্য (২০০৬) ৯ এস. সি. সি ৩৬৪: [২০০৫] ৫ সম্পূরক এস. সি. আর ৫১৪; সূর্য ভাদানন বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য এবং অন্যান্য (২০১৫) ৫ এস. সি. সি ৪৫০: [২০১৫] ৪ এস. সি. আর ৯০৩; রুচিকা অ্যাবি এবং আরেকজন বনাম রাজ্য (জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি) এবং অন্য (২০১৬) ১৬ এস. সি. সি ৭৬৪; কনিকা গোয়েল বনাম দিল্লি রাজ্য, অন্য স্টেশন অফিসার এবং ৯ এস. সি. সি ২০১৮; রাজীব ভাটিয়া বনাম সরকার দিল্লি এনসিটি এবং অন্যান্যদের (১৯৯৯) ৮ এসসিসি ৫২৫: [১৯৯৯] ২ সাপ্লি. এসসিআর ২৮০; রুচি মাজু বনাম সঞ্জীব মাজু (২০১১) ৬ এস. সি. সি ৪৭৯:

[২০১১] ৭ এস. সি. আর ৬৭৪; নিথিয়া আনন্দ রাঘবন বনাম স্টারে (দিল্লির এন. সি. টি) (২০১৭) ৮ এস. সি. সি ৪৫৪: [২০১৭] ৭ এস. সি. আর ২৮১; লাহারি সখামুরি বনাম সোবহান কোডালি ২০১৯ (৫) স্কেল ৯৭; নীল রতন কুণ্ডু ওয়াই. অভিজিৎ কুণ্ডু, (২০০৮) ৯ এস. সি. সি ৪১৩: [২০০৮] ১১ এস. সি. আর ১১১১; **রোজী** জ্যাকব বনাম জ্যাকব এ. **চক্রামক্কল**, (১৯৭৩) ১ এস. সি. সি ৮৪০: [১৯৭৩] ৩ এস. সি. আর ৯১৮-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

(১৯৮১) ৩ এস. সি. সি ৯২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬
[২০০০] ১ এস. সি. আর ৯১৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬
এ. আই. আর ২০০৫ ম্যাড ৪৫২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬
এ. আই. আর ১৯৮১ এ. পি ১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬
এ. আই. আর ১৯৯৩ সমস্ত ২৩০	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬
এ. আই. আর ২০১৩ ক্যাল ২১৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬
[২০১০] ১ এসসিআর ৪৯	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬
[২০০৮] ১১ এসসিআর ১১১১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬
(১৯৯২) ৩ এসসিসি ৫৭৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬
[২০০৮] ১৬ এস. সি. আর ৩৯৬	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬
এ. আই. আর ১৯৯২ কের ২৭৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬
এ. আই. আর ২০১৮ ডেল ১২৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬
এ. আই. আর ১৯৭৮ কার ২২০	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬
[১৯৬০] এস. সি. আর ৫৯৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৭
এআইআর ১৯৭০ কার ১ (এফবি)	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৭
(১৯৮১) ২ এসসিসি ২৭৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৭
(২০০১) ৫ এসসিসি ২৪৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৭
[২০০৫] ৫ সম্পূরক এসসিআর ৫১৪	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৭
[২০১৫] ৪ এসসিআর ৯০৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৭
(২০১৬) ১৬ এসসিসি ৭৬৪	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৭
(২০১৮) ৯ এস. সি. সি ৫৭৮	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৭

[১৯৯৯] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর ২৮০	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০১১] ৭এসসিআর. ৬৭৪	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২১
[২০১৭] ৭ এসসিআর ২৮১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২২
২০১৯ (৫) স্কেল ৯৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৪
[২০০৮] ১১ এসসিআর ১১১১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৬
[১৯৭৩] ৩ এসসিআর ৯১৮	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৮

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের **ফৌজদারি** আপিল নং ৮৩৮,

২০১৮ সালের ৫২১৪ নং ফৌজদারি রিট আবেদনে **বোম্বে** হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ০৬.০২.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে,

রাঘেনথ বসন্ত, সুশ্রী লিজ ম্যাথিউ, নবনীত আর, রাঘব মেহরোত্রা, আপিলকারীদের **পক্ষে** আইনজীবী।

সুভাষ ঝা, ঘনশ্যাম **উপাধ্যায়**, মনোজ কে মিশ্র, জ্যোতি **মিশ্র**, শ্রীমতি স্বাতী সিনহা, ভীম **প্রতাপ** সিং, মনোজ কে মিশ্র, আইনজীবী, উত্তরদাতাদের পক্ষে।

'আদালতের রায়টি **প্রদান** করা হয়েছিল

আর. বানুমতী, বিচারপতি দ্বারা। অনুমতি মঞ্জুর।

২. এই আপিলটি **বোম্বে** হাইকোর্ট কর্তৃক ২০১৮ সালের **ফৌজদারি** রিট আবেদন নং ৫২১৪-এ গৃহীত ০৬.০২.২০১৯ তারিখের রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং যার দ্বারা হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে সন্তানের প্রথম **উত্তরদাতা**-পিতা বেঁচে থাকা পিতা এবং সন্তানের কল্যাণের স্বার্থে, **সন্তানের** হেফাজত অবশ্যই **প্রথম** উত্তরদাতা-বাবার কাছে হস্তান্তর করতে হবে এবং আবেদনকারীদের নাবালক সন্তানের **হেফাজত** উত্তরদাতা নং ১ সন্তানের বাবার কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দিয়ে হেবিয়াস কর্পাসের রিট জারি করেছে।

৩। মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্য হল, ২০১৭ সালের মে মাসে তাঁর গর্ভাবস্থার পঞ্চম মাসে **জেলামের** স্তন ক্যান্সার ধরা পড়ে। উত্তরদাতা নং ১ এবং জেলাম ১৪-০৮-২০১৭-এ শিখা নামে একটি গিৎ সন্তানের আশীর্বাদ পান। জেলাম যখন চিকিৎসা **নিচ্ছিলেন**, তখন শিশু শিখা তার বাবা উত্তরদাতা নং-এর **সঙ্গে** নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ছিল। দুঃখজনকভাবে, ২৯-১১-২০১৭ তারিখে, উত্তরদাতা নং ১ হঠাৎ হাসপাতালে ভর্তি হন এবং তাকে **টিউবারকুলোসিস** মেনিনজাইটিস এবং পালমোনারি **টিউবারকুলোসিস** ধরা পড়ে। চিকিৎসাধীন **অবস্থায়**, আপিলকারী নং ১-**তেজস্বিনী** গৌড় –

জিলামের দুই বোনের একজন এবং আপিলকারী নং ৪-ড. প্রদীপ গৌড়, যিনি তেজস্বিনীর স্বামী, জিলাম এবং শিখাকে তাদের চিকিৎসার চালিয়ে যাওয়ার জন্য মুম্বাইয়ের মহিমে তাদের বাসভবনে নিয়ে যান।পরে, ২০১৮ সালের জুন মাসে, জিলামকে তার পিতৃগৃহে শিখার সঙ্গে পুনেতে স্থানান্তরিত করা হয়, অর্থাৎ আপিলকারী নং ৩-সমীর পারদেশী, জিলামের ভাইয়ের বাসভবনে। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে, তাদের আবার আপিলকারী নং ১-এর বাড়িতে মুম্বাইয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৭-১০-২০১৮ তারিখে, জিলাম তার অসুস্থতার কারণে মারা যান। শিশুটি শিখা ১৭-১১-২০১৮ পর্যন্ত আপিলকারীদের হাতে পুনেতে, আপিলকারী নং ৩-এর বাসভবনে অভিভাবকত্বে ছিল। উত্তরদাতা নং ১-পিতাকে শিশুটির অভিভাবকত্ব দেয়া হয়নি এবং ১৭-১১-২০১৮ তারিখে তিনি দত্তাওয়াড়ি পুলিশ স্টেশন, পুনেতে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। এরপর, উত্তরদাতা নং ১-পিতা হাই কোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেন, যেখানে তিনি শিশুটি শিখার অভিভাবকত্বের জন্য আবেদন করেন। উত্তরদাতা নং ১-পিতা ম্যানেজমেন্টে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট এবং উইপ্রো লিমিটেডে প্রিন্সিপাল কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছেন।

৪। হাইকোর্ট বলেছিল যে, শিশুটির একমাত্র জীবিত পিতা-মাতা সন্তানের হেফাজতের অধিকারী এবং সন্তানের বাবার ভালবাসা, যত্ন ও স্নেহ প্রয়োজন। হাইকোর্ট বিবেচনা করে যে, ১ নং উত্তরদাতা গুরুতর অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এবং সেই পরিস্থিতিতে, আবেদনকারীরা শিশুটির দেখাশোনা করেছেন এবং সন্তানের স্বার্থ ও কল্যাণে, সন্তানের হেফাজত প্রথম উত্তরদাতার কাছে হস্তান্তর করা ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ। যাইহোক, হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে শিশুর যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তাই হাইকোর্ট আবেদনকারী নং ২ এবং ৩-কে সন্তানের কাছে প্রবেশাধিকার মঞ্জুর করেছে।

৫. আবেদনকারীরা যুক্তি দেখান যে হিন্দু সংখ্যালঘু ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে উত্তরদাতা নং ১-এর কাছে কার্যকর বিকল্প প্রতিকার উপলব্ধ থাকলে হেবিয়াস কর্পাসের রিট জারি করা যাবে না। এটি দাখিল করা হয়েছিল যে শিশুটির অসুস্থ মা আবেদনকারীদের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন যিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে তাদের সন্তানের যত্ন নেওয়া উচিত এবং তাই এটি হেবিয়াস কর্পাসের রিট জারি করার উপযুক্ত মামলা নয় যা কেবল অবৈধ আটকের ক্ষেত্রে জারি করা হয়। এটি তাদেরও যুক্তি যে, ক্ষুদ্র শিশুর অভিভাবকত্বের প্রশ্নটি পার্টির আইনগত অধিকারগুলির বিবেচনায় নয়, বরং একমাত্র এবং প্রধান মানদণ্ড হিসাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা শিশুর স্বার্থ এবং কল্যাণের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে এবং সুতরাং, আপিলকারীরা, যারা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শিশুটির যত্ন নিচ্ছেন, তারা একমাত্র শিশুটির অভিভাবকত্ব পাওয়ার অধিকারী হবেন, উত্তরদাতা নং ১-পিতার তুলনায়।

৬. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, যদিও প্রথম উত্তরদাতা-পিতা নাবালক শিশু শিখার স্বাভাবিক অভিভাবক এবং নাবালক সন্তানের হেফাজত দাবি করার একটি অগ্রাধিকার অধিকার রয়েছে, তবে নাবালক সন্তানের হেফাজত সম্পর্কিত বিষয়ে, সর্বাধিক বিবেচনা নাবালকের কল্যাণ এবং কোনও নির্দিষ্ট পক্ষের আইনি অধিকার নয়, এই ক্ষেত্রে, বাবা। এটি আরও দাখিল করা হয়েছিল যে হিন্দু সংখ্যালঘু ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৬ অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের কল্যাণে কী সহায়ক তা নিয়ে প্রভাবশালী বিবেচনাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের কল্যাণই একমাত্র বিবেচনা হতে হবে। তাঁর যুক্তির সমর্থনে, আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী নির্ভর করেছেনঃ-

(i) ডঃ বীণা কাপুর বনাম বরিন্দর কুমার কাপুর (১৯৮১) ৩ এস. সি. সি ৯২;

(ii) সরিতা শর্মা বনাম সুশীল শর্মা (২০০০) ৩ এস. সি. সি ১৪;

(iii) জি ইভা মেরি ইলেকাবাথ বনাম জয়রাজ এবং অন্যান্য ২০০৫ এস. সি. সি অনলাইন ম্যাড ৪৭২: এ. আই. আর ২০০৫ ম্যাড ৪৫২;

(iv) এল. চন্দ্রন বনাম, শ্রীমতী ভেঙ্কটলক্ষ্মী এবং আরেকজন ১৯৮০ এস. সি. সি অনলাইন এপি ৮০: এআইআর ১৯৮১ এপি ১;

(v) রবি কান্ত কেশরী এবং অন্য বনাম কৃষ্ণ কুমার গুপ্ত এবং অন্যান্য ১৯৯২ এস. সি. সি অনলাইন অল ৫৪৮: এ. আই. আর ১৯৯৩ অল ২৩০;

(vi) সুরিয়েজ বনাম এম. আব্দুল কাদের এবং অন্যান্য ২০১৭ এস. সি. সি অনলাইন কার ৪৯৩৫;

(vii) মুরারি লাল শর্মা এবং আরেকটি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য ২০১৩ এস. সি. সি অনলাইন ২৩০৪৫: এ. আই. আর ২০১৩ ক্যাল ২৩৩;

(viii) আর. সুরেশ কুমার বনাম কে. এ. কাভাতি এবং অন্যান্যদের মানু টিন/৮৫২৯/২০০৬;

(ix) আতহার হুসেন বনাম সৈয়দ সিরাজ আহমেদ এবং অন্যান্য (২০১০) ২ এস. সি. সি ৬৫৪;

(x) নীল রতন কুণ্ডু এবং অন্য বনাম অভিজিৎ কুণ্ডু (২০০৮) ৯ এস. সি. সি ৪১৩;

(xi) কীর্তিকুমার মহেশঙ্কর যোশী বনাম প্রদীপকুমার করুণশঙ্কর যোশী (১৯৯২) ৩ এস. সি. সি ৫৭৩;

(xii) গৌরব নাগপাল বনাম সুমেধা নাগপাল (২০০৯) ১ এস. সি. সি ৪২;

(xiii) বেবি সরোজম ওয়াই. এস. বিজয়কৃষ্ণন নায়ার এয়ার ১৯৯২ কের ২৭৭,

(xiv) অভিমন্যু পোরিয়া বনাম রাজবীর সিং এবং অন্যান্য ২০১৮ এস. সি. সি অনলাইন ডেল ৬৬৬১: এ. আই. আর ২০১৮ ডেল ১২৭;

(xv) এ. ভি. ভেঙ্কটকৃষ্ণাইয়া এবং আরেকটি ভাই, এস. এ. সত্যকুমার ১৯৭৮ এস. সি. সি অনলাইন কার ২৪১: এ. আই. আর ১৯৭৮ কার ২২০,

৭। বিপরীতে, প্রথম উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেছেন যে, হিন্দু সংখ্যালঘু ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬-এর ৬ নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, শিশুদের হেফাজতের সর্বোচ্চ অধিকার বাবার রয়েছে এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের হেফাজত থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না যদি না এটি দেখানো হয় যে সে তার অভিভাবক হওয়ার অযোগ্য। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, তার অসুস্থতা এবং মা জেলামের অসুস্থতার পরিপ্রেক্ষিতে, 'মা ও শিশু মুম্বাই ও পুনেতে ছিল এবং সন্তানের কল্যাণ বিবেচনা করে তাকে প্রথম উত্তরদাতার কাছে হস্তান্তর করতে হয়েছিল। এটি আরও দাখিল করা হয়েছিল যে হিন্দু সংখ্যালঘু ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৬-এর বিধান অনুসারে বাবা একজন স্বাভাবিক অভিভাবক হওয়ায়, আবেদনকারীদের শিশুর হেফাজতের কোনও আইনি অধিকার নেই এবং হাইকোর্ট যথাযথভাবে শিশুটির হেফাজতের আদেশ দেন উত্তরদাতা নং ১-এর কাছে। তাঁর যুক্তির সমর্থনে, উত্তরদাতাদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি রায়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেনঃ

(i) গৌহর বেগম বনাম সুগি ওরফে নাজমা বেগম এবং অন্যান্য এ. আই. আর ১৯৬০ এস. সি ৯৩;

(ii) শ্রীমতি মঞ্জুজু মালিনী শেশাচলম ,শ্রী আর শেশাচলম-এর কন্যা বনাম বিজয় থিরুগনানম এস/ও থিভুগনানম এবং অন্যান্য ২০১৮ এস. সি. সি অনলাইন কার ৬২১;

(iii), অমল রমেশ পাওয়ার বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্য ২০১৪ এস. সি. সি অনলাইন বম্ব ২৮০;

(iv) মার্গারেট মারিয়া পুলপারামপিল নি ফেল্ডম্যান বনাম ড. চাকো পুলপারামপিল এবং অন্যান্য ১৯৭০ কের। (এফবি);

(v) তিরুমালাই কুমারন বনাম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদরা ও নগর হাভেলি ২০০৩ (২) এম এইচ এল জে

(vi) ক্যাপ্টেন দুষ্যন্ত সোমল বনাম শ্রীমতী সুষমা সোমল ও অন্যান্য (১৯৮১) ২৮ এসসিসি ২৭৭;

(vii) সৈয়দ সালিমউদ্দিন বনাম ডঃ রুখসানা এবং অন্যান্য (২০০১) ৫ এস. সি. সি ২৪৭;

(viii) নির্মলজিৎ কৌর (২) বনাম পঞ্জাব ও অন্যান্য রাজ্য (২০০৬) ৯ এস. সি. সি ৩৬৪;

(ix) সূর্য ভাদানন বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য এবং অন্যান্য (২০১৫) ৫ এস. সি. সি ৪৫০;

(x) রুচিকা অ্যাবি ও আরেকজন বনাম রাজ্য (দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল) এবং আরেকটি (২০১৬) ১৬ এস. সি. সি ৭৬৪;

(xi) কনিকা গোয়েল বনাম স্টেশন হাউস অফিসারের মাধ্যমে দেথি রাজ্য এবং আরেকজন (২০১৮) ৯ এস. সি. সি ৫৭৮।

৮. আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তিগুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করেছি এবং পক্ষগুলির দ্বারা নির্ভর করা বিতর্কিত রায় এবং বিভিন্ন রায়গুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

৯. বিবেচনার জন্য যে প্রশ্নটি রয়েছে তা হল আবেদনকারীদের কাছ থেকে নাবালক সন্তানের হেফাজত চেয়ে ১ নং উত্তরদাতার দায়ের করা হেবিয়াস কর্পাসের রিটের মধ্যে, হাইকোর্ট নাবালক সন্তানের হেফাজত উত্তরদাতা নং ১-বাবার কাছে হস্তান্তর করার আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল কিনা। বিবেচনার জন্য আরও প্রশ্ন হল যে শিশুটির হেফাজত উত্তরদাতা নং ১-বাবার কাছে হস্তান্তর করা নাবালক সন্তানের স্বার্থ এবং কল্যাণের পক্ষে অনুকূল নয় কিনা।

১০. হিন্দু সংখ্যালঘু ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬-এর ৬ নং ধারা অনুযায়ী কাকে স্বাভাবিক অভিভাবক বলা যেতে পারে। আইনের ৬ নং ধারা অনুসারে, নাবালকের ব্যক্তির পাশাপাশি নাবালকের সম্পত্তির ক্ষেত্রে (যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিতে তার অবিভক্ত স্বার্থ বাদে) একজন হিন্দু নাবালকের স্বাভাবিক অভিভাবক হলেন পিতা, একটি ছেলে বা অবিবাহিত গিরের ক্ষেত্রে! এবং তার পরে, মা। বাবা একজন স্বাভাবিক অভিভাবক হিসাবে অব্যাহত থাকেন, যদি না তিনি হিন্দু হওয়া বন্ধ করে দেন বা বিশ্ব ত্যাগ করেন। আইনের ১৩ নং ধারা নাবালকের কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত। ধারা ১৩-এ বলা হয়েছে যে আদালত কর্তৃক কোনও হিন্দু নাবালকের অভিভাবক হিসাবে কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ বা ঘোষণার ক্ষেত্রে নাবালকের কল্যাণ সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হবে। ধারা ১৩ (২)-এ বলা হয়েছে যে কোনও ব্যক্তি আইনের বিধানের ভিত্তিতে অভিভাবকত্বের অধিকারী হবেন না যদি আদালত মনে করে যে তার অভিভাবকত্ব নাবালকের কল্যাণে হবে না।

১১. হেবিয়াস কর্পাসের রিটের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতাঃ-আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেছিলেন যে আইনটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে নাবালকের হেফাজতের প্রশ্নটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিশুর কল্যাণই সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ এবং আপিলকারীদের দ্বারা শিশুটির অভিভাবকত্বকে অবৈধ বা অনুপযুক্ত আটক বলা যায় না, যাতে হেবিয়াস করপাস, যা একটি অতিরিক্ত প্রতিকার, গ্রহণ করা যায় এবং হাইকোর্ট অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের হেফাজত প্রথম উত্তরদাতা-বাবার কাছে হস্তান্তর করার আদেশ দিয়ে ভুল করেছে। বীণা কাপুর এবং সরিতা শর্মা এবং অন্যান্য কয়েকটি মামলার উপর নির্ভর করে, আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে শিশুদের কল্যাণে একটি সম্পূর্ণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত প্রয়োজন এবং তাই, হাইকোর্টের উচিত হেবিয়াস কর্পাস আবেদন মঞ্জুর করার পরিবর্তে, দেওয়ানি আদালতে যথাযথ কার্যধারা শুরু করার জন্য উত্তরদাতাকে নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল। অভিযুক্ত আইনজীবী আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে যদিও সন্তানের কল্যাণ এবং মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, একজন স্বাভাবিক অভিভাবক হওয়ার কারণে বাবার নাবালক সন্তানের হেফাজতের অগ্রাধিকারের অধিকার রয়েছে, তবে আবেদনকারীদের দ্বারা সন্তানের হেফাজতকে অবৈধ বা অনুপযুক্ত আটক বলা যাবে না যাতে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন দায়ের করে অতিরিক্ত-সাধারণ প্রতিকারের আহ্বানকে ন্যায়সঙ্গত করা যায়।

১২. এই যুক্তির বিরোধিতা করে, ১ নং উত্তরদাতার বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, মামলার প্রদত্ত তথ্যে, ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার অসাধারণ ক্ষমতা হাইকোর্টের রয়েছে এবং হেবিয়াস কর্পাস আবেদন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট সঠিক ছিল। বিজ্ঞ আইনজীবী গৌহর বেগম এবং মঞ্জু মালিনী শেশাচলম *-এর উপর নির্ভরতা রেখেছেন। ১ নং উত্তরদাতার যুক্তি হল যে, হিন্দু সংখ্যালঘু ও অভিভাবকত্ব আইনের ৬ নং ধারা অনুসারে, ১ নং উত্তরদাতা পিতা হওয়ায় স্বাভাবিক অভিভাবক এবং আবেদনকারীদের সন্তানের হেফাজত বজায় রাখার কোনও কর্তৃত্ব নেই এবং হেফাজত হস্তান্তর করতে অস্বীকার করা শিশুটির অবৈধ আটকের সমান এবং তাই, হেবিয়াস কর্পাসের রিট তার কাছে প্রতিকার চাওয়ার জন্য উপলব্ধ যথাযথ প্রতিকার ছিল।

১৩. অবৈধ বা অনুপযুক্ত আটক থেকে অবিলম্বে মুক্তির কার্যকর উপায় প্রদান করে বিষয়টির স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার জন্য হেবিয়াস কর্পাসের লেখা একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হলে নাবালকের হেফাজত তার অভিভাবককে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যও রিটটি তার প্রভাব প্রসারিত করে। একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে যদি এমন কেউ আটক করে, যাকে তার আইনগত অভিভাবকত্বের অধিকার নেই, তাহলে সেটি অবৈধ আটক হিসাবে গণ্য হবে, এবং শিশুটির অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত আদেশ দেওয়ার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করা যাবে।

ব্যক্তিগত আইন অনুসারে, যে ব্যক্তি তার আইনী বা প্রাকৃতিক অভিভাবক নয়, তার কাছ থেকে নাবালকের হেফাজত পুনরুদ্ধারের জন্য, উপযুক্ত ক্ষেত্রে, রিট আদালতের এখতিয়ার রয়েছে।

১৪. **গোহর বেগম** মামলায়, যেখানে মা তার ব্যক্তিগত আইন অনুযায়ী তার অবৈধ অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের অভিভাবকত্বের আইনগত অধিকারী ছিলেন, সেখানে রিট আদেশ দেওয়া হয়েছিল। গোহর বেগম মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট একটি অবৈধ অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে শিশুর উদ্ধার সংক্রান্ত হ্যাবিয়াস করপাসের আবেদন নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। গোহর অভিযোগ করেছিলেন যে কানিজ বেগম, গোহরের মায়ের বোন, অবৈধভাবে গোহরের শিশুকন্যাকে আটকে রেখেছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট মোহাম্মদী আইন অনুযায়ী যে অবস্থানটি ছিল তা লক্ষ্য করেন, যেখানে অবৈধ মেয়ে শিশুর মা তার সন্তানের অভিভাবকত্বের অধিকারী এবং শিশুটির অভিভাবকত্ব মা'র কাছে ফিরিয়ে না দেওয়া হলে তা অবৈধ অভিভাবকত্ব হিসেবে গণ্য হবে। সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্তে জানায় যে, কানিজের শিশুটির অভিভাবকত্বের কোনো আইনগত অধিকার নেই এবং মা'কে শিশুটি ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে তার অস্বীকৃতি শিশুটির অবৈধ আটক হিসেবে গণ্য হবে, যা পুরোনো বিধির ৪৯১ ধারা অনুযায়ী অবৈধ আটক। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে গোহরের গার্ডিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্ডস আইনের অধীনে অধিকার থাকা সত্ত্বেও, তা ৪৯১ ধারা অনুসারে তার অধিকার অস্বীকার করার কোনো ন্যায্যতা নয়। সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করে যে গোহর বেগম, যেহেতু তিনি প্রকৃত অভিভাবক, তিনি রিট আবেদন করতে অধিকারী এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেয়।

"৭. এই অবিসংবাদিত তথ্যের উপর আইনের অবস্থান সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট। এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মোহামেডান আইনের অধীনে, আবেদনকারী অঞ্জুমের হেফাজতের অধিকারী, যিনি তার অবৈধ কন্যা, অঞ্জুমের বাবা যাই হোক না কেন। শিশুটির হেফাজতের জন্য উত্তরদাতার কোনও আইনি অধিকার নেই। আবেদনকারীর কাছে সন্তানকে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করার ফলে ধারা ৪৯১-এর অর্থের মধ্যে শিশুটিকে অবৈধভাবে আটক করা হয়েছিল। শিশুকে হাজির করার জন্য হেবিয়াস কর্পাসের রিট সম্পর্কিত ইংরেজ মামলাগুলিতে এই অবস্থানটি স্পষ্টভাবে স্বীকৃত।

কুইন ভি. ক্লার্ক (১৮৫৭) ৭ ইএল অ্যান্ড বিএল ১৮৬: ১১৯, ইআর ১২১৭ মামলায়, লর্ড ক্যাম্পবেল, সি.জি. বলেছেন পৃ. ১৯৩ এ:

"কিন্তু লালনপালনের জন্য অভিভাবকত্বের অধীনে থাকা একটি শিশুর ক্ষেত্রে, অভিভাবকদের হেফাজত থেকে বেআইনিভাবে আটক করা হলে শিশুটিকে বেআইনিভাবে কারারুদ্ধ করার কথা; এবং যখন তাকে হস্তান্তর করা হয়, তখন শিশুটিকে মুক্ত করার কথা।"

আমাদের দেশের আদালতগুলি ধারাবাহিকভাবে একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে এরপরে উদ্ধৃত ভারতীয় মামলাগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। ধারা ৪৯১-এর শর্তাবলী স্পষ্টভাবে মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং আপিলকারী তার জিজ্ঞাসা করা আদেশের অধিকারী হবে।

৮. অতএব আমরা মনে করি যে, হাইকোর্টের বিজ্ঞ বিচারপতিরা স্পষ্টতই ভুল ভেবেছিলেন যে, শিশু অঞ্জুমকে বেআইনিভাবে বা অনুপযুক্তভাবে আটক করা হয়নি। বিজ্ঞ বিচারপতিরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে কোনও কারণ দেননি এবং আমাদের মনে স্পষ্ট যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি আইনে টেকসই নয়।

১০. আমরা আরও কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না যে কেন আবেদনকারীকে সন্তানের হেফাজত পুনরুদ্ধারের জন্য অভিভাবক ও ওয়ার্ড আইনের অধীনে এগিয়ে যেতে বলা উচিত ছিল। অবশ্যই তার তা করার অধিকার ছিল। তবে বিধির ৪৯১ ধারার অধীনে শিশুটির হেফাজতের আদেশ দেওয়ারও তার স্পষ্ট অধিকার ছিল। অভিভাবক ও ওয়ার্ড আইনের অধীনে তার যে অধিকার ছিল তা ৪৯১ ধারার অধীনে তাকে অধিকার অস্বীকার করার কোনও যৌক্তিকতা নয়। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যা এখানে উল্লিখিত মামলাগুলি থেকে প্রদর্শিত হবে।

১৫. 'বীণা কাপুরের'ক্ষেত্রে, সন্তানের হেফাজতের বিষয়টি ছিল স্বাভাবিক অভিভাবকদের মধ্যে যারা একসঙ্গে থাকত না। শিশুটির মা বীণা তার স্বামীর কাছ থেকে শিশুটির হেফাজত চেয়ে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন দায়ের করে অভিযোগ করে যে তার স্বামী দেড় বছরের শিশুটির অবৈধ হেফাজত রাখছে। সুপ্রিম কোর্ট সংশ্লিষ্ট জেলা বিচারককে পক্ষগুলির দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ গ্রহণ করতে এবং নাবালক সন্তানের স্বার্থ বিবেচনা করে তার মাকে তার হেফাজত দেওয়া উচিত কিনা এই প্রশ্নের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি প্রতিবেদন পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

১৬। রাজীব ভাটিয়া'-তে, মেয়েটির মা প্রিয়াঙ্কা হেবিয়াস কর্পাস আবেদন দায়ের করেছিলেন, অভিযোগ করেছিলেন যে তার মেয়ে তার স্বামীর বড় ভাই রাজীবের অবৈধ হেফাজতে ছিল। রাজীব একটি দত্তক দলিলের উপর নির্ভর করেছিলেন। প্রিয়াঙ্কা আবেদন করেছিলেন যে এটি একটি প্রতারণামূলক নথি। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে দত্তক দলিলের বৈধতা পরীক্ষা করার এবং তারপরে শিশুটির হেফাজতের বিষয়ে কোনও না কোনও উপায়ে সিদ্ধান্তে আসার অধিকার হাইকোর্টের নেই।

* রাজীব ভাটিয়া বনাম দিল্লির এনসিটি সরকার এবং অন্যরা (১৯৯৯) ৮ এসসিসি ৫২৫

১৭. মঞ্জু মালিনী মামলায় মা তাঁর নাবালক সন্তান তনিষ্কের হেফাজত চেয়ে তাঁর বোন ও শ্যালকের কাছ থেকে একটি হেবিয়াস কর্পাস আবেদন দায়ের করেছিলেন, যিনি শিশুটিকে মায়ের কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেছিলেন, কর্ণাটক হাইকোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

২৪। যে মুহূর্তে উত্তরদাতা ১ এবং ২ নাবালক তানিষ্কের 'খ'হেফাজত আবেদনকারীর কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে প্রাকৃতিক ও আইনি 'অভিভাবক, তাদের সাথে তার হেফাজতের ধারাবাহিকতা অবৈধ আটক হয়ে যায়, উত্তরদাতার পক্ষ থেকে এই ধরনের ইচ্ছাকৃত কাজ এমনকি আইপিসির'ধারা ৩৬১ 'এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপহরণের অপরাধের সমান।অতএব, এই যুক্তিতে কোনো ভিত্তি নেই যে রিট আবেদন গ্রহণযোগ্য নয় এবং উত্তরদাতা ১ ও ২ শিশু তানিশকার আইনগত অভিভাবকত্বে আছেন।

১৮. হেবিয়াস কর্পাস কার্যধারা হেফাজতের বৈধতা ন্যায়সঙ্গত বা পরীক্ষা করার জন্য নয়। হেবিয়াস কর্পাস কার্যধারা এমন একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে সন্তানের হেফাজত আদালতের বিবেচনার ভিত্তিতে সম্বোধন করা হয়।হ্যাবিয়াস করপাস একটি প্রিভিলেজড রিট, যা একটি অতিরিক্ত প্রতিকার এবং এটি তখনই জারি হয় যখন বিশেষ মামলার পরিস্থিতিতে, আইন দ্বারা প্রদত্ত সাধারণ প্রতিকার পাওয়া যায় না অথবা কার্যকরী নয়; অন্যথায় রিট জারি করা হবে না। শিশুর অভিভাবকত্বের বিষয়গুলোতে, উচ্চ আদালতের রিট জারি করার ক্ষমতা শুধুমাত্র তখনই সীমিত, যখন একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে এমন কেউ আটক করে, যাকে তার আইনগত অভিভাবকত্বের অধিকার নেই। সুপ্রীম কোর্ট এবং উচ্চ আদালতগুলির রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের মতে, শিশুর অভিভাবকত্বের বিষয়গুলোতে, হ্যাবিয়াস করপাস রিট সেই ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, যেখানে এটি প্রমাণিত হয় যে, একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে একটি অভিভাবক বা অন্য কেউ অবৈধভাবে এবং আইনগত কোনো ক্ষমতা ছাড়া আটক করেছে।

১৯. শিশু হেফাজতের ক্ষেত্রে, সাধারণ প্রতিকার শুধুমাত্র হিন্দু সংখ্যালঘু ও অভিভাবকত্ব আইন বা অভিভাবক ও ওয়ার্ড আইনের অধীনে প্রযোজ্য। অভিভাবক ও ওয়ার্ড আইনের অধীনে কার্যধারা থেকে উদ্ভূত ক্ষেত্রে, আদালতের এখতিয়ার নির্ধারণ করা হয় যে নাবালক সাধারণত সেই এলাকার মধ্যে বাস করে কিনা যার উপর আদালত এই এখতিয়ার প্রয়োগ করে, অভিভাবক ও ওয়ার্ড আইনের অধীনে তদন্ত এবং একটি রিট আদালত দ্বারা ক্ষমতার প্রয়োগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে যা সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল শিশুর কল্যাণ। রিট আদালতে, অধিকারগুলি শুধুমাত্র হলফনামার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। যখন আদালত মনে করে যে একটি বিস্তারিত তদন্ত প্রয়োজন, তখন আদালত অতিরিক্ত বিচারিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে অস্বীকার করতে পারে এবং পক্ষগুলিকে দেওয়ানি আদালতে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারে।

এটি শুধুমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর অভিভাবকত্বের অধিকার নির্ধারণ করা হবে অতিরিক্ত বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে হ্যাবিয়াস করপাস আবেদনের ভিত্তিতে।

২০। বর্তমান ক্ষেত্রে, আপিলকারীরা হলেন মা জেলামের বোন ও ভাই, যাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের হেফাজত রাখার কোনও আইনি কর্তৃত্ব নেই। যেখানে হিন্দু সংখ্যালঘু ও অভিভাবকত্ব আইনের ৬ নং ধারা অনুসারে, প্রথম উত্তরদাতা-পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক এবং সন্তানের হেফাজত দাবি করার আইনি অধিকার রয়েছে। সন্তানের হেফাজতের জন্য বাবার অধিকার বিতর্কিত নয় এবং ১ বছর বয়সী শিশু তার বুদ্ধিমান পছন্দগুলি প্রকাশ করতে পারে না। অতএব, আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিভঙ্গিতে, এই মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, পিতা, স্বাভাবিক অভিভাবক হিসাবে, ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে সন্তানের হেফাজত চাওয়ার অসাধারণ প্রতিকার আহ্বান করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল।

২১. শিশুটির হেফাজত-বিদেশ থেকে সরিয়ে ভারতে আনা হয়েছেঃ বেশ কয়েকটি রায়ে সুপ্রিম কোর্ট যে দেশে শিশুটিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই দেশের আদালত কর্তৃক হেফাজতের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত তদন্ত পরিচালনা বিবেচনা করেছে। বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে, সুপ্রিম কোর্ট ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে তার কাছে দায়ের করা হেবিয়াস কর্পাস আবেদন বা বিদেশ থেকে অপসারিত এবং ভারতে আনা শিশুটির হেফাজতের প্রশ্ন এবং নাবালক শিশুদের সেই দেশে প্রত্যাবাসনের প্রশ্ন নিয়ে ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করে হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত আদেশের সঠিকতা নিয়ে আলোচনা করেছে যেখান থেকে তাকে বাবা-মা বা অন্য কোনও ব্যক্তি সরিয়ে দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্ট এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে হাইকোর্ট আটকের বৈধতা নির্ধারণের জন্য অসাধারণ এখতিয়ার আহ্বান করতে পারে। যাইহোক, আদালত মনে করেছে যে বিদেশী আদালতের আদেশ অবশ্যই শিশুর কল্যাণে মেনে চলতে হবে। বিভিন্ন রায় উল্লেখ করার পরে, রুচি 'মাজো'-তে, এটি নিম্নরূপ ছিলঃ

৫৮, হেবিয়াস কর্পাস প্রকৃতির কার্যক্রমগুলি সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির, যেখানে অভিযুক্ত আটককৃত ব্যক্তিকে আটকের বৈধতা পক্ষগুলির দ্বারা প্রদত্ত হলফনামার ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয়। তবুও, কোনও নাবালকের কল্যাণ প্রশ্নবিদ্ধ ক্ষেত্রে হাইকোর্টকে বিস্তারিত 'তদন্ত'শুরু করতে কোনও কিছুই বাধা দেয় না, যা

রুচি মাজু বনাম সঞ্জীব মাজু (২০১১) ৬ এস. সি. সি ৪৭৯

এটি হলো আদালতের প্যারেন্স প্যাট্রিয়া বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় প্রধান বিবেচ্য বিষয়।অতএব, একটি হাইকোর্ট তার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে এমন ক্ষেত্রে আটকের বৈধতা নির্ধারণের জন্য তার অসাধারণ এখতিয়ার আহ্বান করতে পারে এবং আদালত প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিগুলি, যদি থাকে, সেগুলির উপর নির্ভর করে নাবালকের হেফাজত সম্পর্কে আদেশও জারি করতে পারে।

৫৯. আদালত নাবালক শিশুকে সেই দেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিতে পারে যেখান থেকে তাকে বাবা-মা বা অন্য কোনও ব্যক্তি অপসারণ করেছে; যেমনটি এই আদালত রবি চন্দ্রন (২০১০) ১ এস. সি. সি ১৭৪ এবং শিল্পা আগরওয়াল (২০১০) ১ এস. সি. সি ৫৯১ মামলায় নির্দেশ দিয়েছিল বা সরিতা শর্মা মামলা (২০০০) ৩ এস. সি. সি ১৪-এর অবস্থানের মতো তা করতে অস্বীকার করেছে, যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল যতক্ষণ পর্যন্ত অভিযুক্ত আটক ব্যক্তি হাইকোর্টের এখতিয়ারের মধ্যে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত 'যথাযথ আদেশ দেওয়ার জন্য তার যোগ্যতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'হেফাজত সম্পর্কিত যথাযথ আদেশ দেওয়ার জন্য রিট কোর্টের এখতিয়ার যত তাড়াতাড়ি দেখা যায় না যে অভিযুক্ত আটক ব্যক্তি তার আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে।

২২. বিভিন্ন রায় উল্লেখ করার পর এবং বিবেচনা করার পর বিদেশী আদালতের আদেশ লঙ্ঘন করে ভারতে আনা নাবালক শিশুর বিষয়ে হেবিয়াস কর্পাসের রিট জারি করার নীতি, 'নিথিয়া আনন্দ'-এ, এটি নিম্নরূপ ছিলঃ-

৪৬. উচ্চ আদালত একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর বিষয়ে হেবিয়াস কর্পাস রিট জারি করার আবেদনটি বিবেচনা করার সময়, একটি নির্দিষ্ট মামলায়, উপরে উল্লিখিত নিষ্পত্তি হওয়া আইনি অবস্থান সহ সমস্ত উপস্থিত তথ্য ও পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে শিশুটির পুনর্বাসনের নির্দেশ দিতে পারে বা সন্তানের হেফাজত পরিবর্তন করতে অস্বীকার করতে পারে। 'আরও একবার, আমরা আরও যোগ করতে পারি যে প্রতিটি ক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্ত অবশ্যই শিশুর কল্যাণ বিবেচনা করার সময় তার সামনে আনা মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির সামগ্রিকতার উপর নির্ভর করবে যা সর্বাগ্রে বিবেচনার বিষয়। বিদেশী আদালতের আদেশ অবশ্যই শিশুর কল্যাণে প্রযোজ্য হতে হবে, উপরন্তু, হেবিয়াস কর্পাস রিটের প্রতিকারটি তার এখতিয়ারের মধ্যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদেশী আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশের প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করা যাবে না এবং সেই এখতিয়ারকে কার্যকর আদালতে রূপান্তরিত করা যাবে না। নিঃসন্দেহে, রিট পিটিশনার আইনের অধীনে বিদেশি আদালত দ্বারা জারি করা আদেশের বাস্তবায়নের জন্য অন্য কোনো প্রতিকার গ্রহণ করতে পারেন,

অথবা যদি পরামর্শ দেওয়া হয় তবে ভারতের আদালতে শিশুর অভিভাবকত্ব সম্পর্কিত অন্য কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

২৩. 'সরিতা শর্মা'-তে, দুই নাবালক সন্তানের হেফাজত নিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন মা ও বাবার মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারিবারিক আদালত বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি পাস করার সময় বাবাকে হেফাজতের অধিকার দিয়েছিল। মা যখন সন্তানদের নিয়ে ভারতে গিয়েছিলেন, তখন বাবা একটি হেবিয়াস কর্পাস আবেদন দায়ের করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। হাইকোর্ট মাকে হেফাজতটি বাবার কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দিয়েছিল। আপিল বিভাগে 'সুপ্রিম কোর্ট'মন্তব্য করেছিল যে, হাইকোর্টের উচিত হেবিয়াস কর্পাস আবেদন মঞ্জুর করার পরিবর্তে পক্ষগুলিকে যথাযথ কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ দেওয়া যাতে শিশুদের স্বার্থে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা যায়।

২৪। 'লাহারি সাখামুরি'-র সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে, এই আদালত নাবালক শিশুদের হেফাজত সম্পর্কিত সমস্ত রায় উল্লেখ করেছে যখন বাবা-মা অনাবাসী (এনআরআই)। আমরা উপরোক্ত রায়গুলি উল্লেখ করেছি যে শিশুটির হেফাজত বিদেশ থেকে সরানো হয়েছে এবং সমাপ্তির জন্য ভারতে আনা হয়েছে এবং উল্লেখ করার জন্য যে এ পর্যন্ত শিশুদের বিদেশ থেকে সরিয়ে ভারতে আনা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে

২৫. অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের কল্যাণ সর্বাগ্রে বিবেচ্য বিষয়ঃ-শিশুর অভিভাবকত্ব সম্পর্কিত মামলাগুলি নির্ধারণকালে আদালত কেবলমাত্র অভিভাবক বা অভিভাবকের আইনগত অধিকার দ্বারা বাধ্য নয়। যদিও বিশেষ আইনগুলির বিধানগুলি অভিভাবক বা অভিভাবকের অধিকারকে পরিচালিত করে, তবুও অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর মঙ্গল হল শিশুর অভিভাবকত্বের মামলায় সর্বোচ্চ বিবেচ্য বিষয়। আদালতের জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত শিশুর স্বার্থ এবং শিশুর মঙ্গল।

২৬. 'নীল রতন কুণ্ডু'-তে বেশ কয়েকটি রায় উল্লেখ করে এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, শিশু হেফাজতের মামলাগুলি পরিচালনা করার সময়, শিশুর কল্যাণকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করা উচিত এবং শিশুর সাধারণ আরাম, সন্তুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এবং অনুকূল পরিবেশকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এটি নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল:-

৪৯. গোভর্ধন লাল বনাম গজেন্দ্র কুমার, এআইআর ২০০২ রাজ ১৪৮ মামলায় উচ্চ আদালত পর্যবেক্ষণ করেছিল যে, এটি সত্য যে, পিতা একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর প্রাকৃতিক অভিভাবক এবং সেজন্য তার পুত্রের অভিভাবকত্ব দাবি করার ক্ষেত্রে তার অগ্রাধিকার অধিকার রয়েছে, কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর অভিভাবকত্বের বিষয়গুলোতে, সর্বোচ্চ বিবেচ্য বিষয় হল শিশুটির মঙ্গল, না যে কোনো নির্দিষ্ট পক্ষের আইনগত অধিকার।

১৯৫৬ সালের আইনের ৬ নং ধারা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের কল্যাণে কী সহায়ক সে সম্পর্কে প্রভাবশালী বিবেচনাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। এটিও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে সন্তানের কল্যাণকে একমাত্র বিবেচনা হিসাবে মনে রেখে, সন্তানের ইচ্ছাগুলি খুঁজে বের করা উচিত যে সে কার সাথে বাঁচতে চায়।

৫০। পুনরায়, এম.কে. হরি গোবিন্দন বনাম এ.আর. রাজারাম, এআইআর ২০০৩ মাদ ৩১৫ মামলায় আদালত রায় দিয়েছিল যে, অভিভাবকত্বের মামলা শুধুমাত্র দলিল, মৌখিক সাক্ষ্য বা পূর্ববর্তী রায়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যায় না, "মানবিক স্পর্শ"ছাড়া। মানবিক স্পর্শ হল অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর মঙ্গলের জন্য প্রধান বিষয়, কারণ অন্যান্য উপাদানগুলি হয়তো পক্ষগুলো নিজেদের দ্বারা বা আইনজীবীর পরামর্শে তাদের সুবিধার্থে তৈরি হতে পারে।

৫১. কমলা দেবী বনাম এইচ. পি. রাজ্য, এ. আই. আর. ১৯৮৭ এইচ. পি. ৩৪ মামলায় আদালত মন্তব্য করেছেঃ

১৩,... আদালত তার অন্তর্নিহিত এবং সাধারণ এখতিয়ারে শিশু হেফাজতের মামলাগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পিতামাতা বা অভিভাবকদের নিছক আইনি অধিকার দ্বারা আবদ্ধ নয়।যদিও বাবা-মা বা অভিভাবকদের অধিকার পরিচালনাকারী বিশেষ বিধির বিধানগুলি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে, তবে সন্তানের সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য, সন্তুষ্টি, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও শারীরিক বিকাশ, তার স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং অনুকূল পরিবেশের মতো পরিস্থিতিগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এই ধরনের ক্ষেত্রে উদ্ভূত পিতামাতার দেশপ্রেমিক এখতিয়ার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আদালতের পথে এমন কিছু নেই যা দাঁড়াতে পারে, এই মামলাগুলি শেষ পর্যন্ত আদালতের দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থের জন্য যার কল্যাণে তাকে পিতামাতার এক বা অন্যের হেফাজতে থাকা প্রয়োজন।

৫২. আমাদের রায়ে, একটি শিশুর হেফাজত সম্পর্কিত আইন মোটামুটিভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে এবং এটিঃ একটি নাবালকের হেফাজত সম্পর্কিত একটি কঠিন এবং জটিল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, একটি আদালতের প্রাসঙ্গিক আইন এবং সেখান থেকে প্রবাহিত অধিকারগুলি মনে রাখা উচিত। তবে এই জাতীয় মামলাগুলি কেবল আইনী বিধানগুলি ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এটি একটি মানবিক সমস্যা এবং এটি মানুষের স্পর্শে সমাধান করা প্রয়োজন।

হেফাজতের মামলাগুলি পরিচালনা করার সময় একটি আদালত আইন দ্বারা বা প্রমাণ বা পদ্ধতির কঠোর নিয়ম দ্বারা বা নজির দ্বারা আবদ্ধ হয় না। নাবালকের যথাযথ অভিভাবক নির্বাচন করার সময়, শিশুর কল্যাণ ও কল্যাণ সর্বাগ্রে বিবেচনা করা উচিত, অভিভাবক নির্বাচন করার সময়, আদালত পিতামাতার দেশপ্রেমিক এখতিয়ার প্রয়োগ করে এবং সন্তানের সাধারণ আরাম, সন্তুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বৌদ্ধিক বিকাশ এবং অনুকূল পরিবেশকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে বাধ্য বলে আশা করা হয়। তবে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপরে, নৈতিক ও নৈতিক মূল্যবোধগুলিকে উপেক্ষা করা যায় না। 'এগুলি সমানভাবে, বা আমরা বলতে পারি, আরও গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য বিবেচনা। যদি নাবালক একটি বুদ্ধিমান পছন্দ বা রায় গঠনের জন্য যথেষ্ট বয়স্ক হয়, তবে আদালতকে অবশ্যই এই ধরনের অগ্রাধিকার বিবেচনা করতে হবে, যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি আদালতের উপর নির্ভর করা উচিত যে নাবালকের কল্যাণে কী সহায়ক।

২৭. গৌরব নাগপালের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে 'সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ ~

"৩২। ম্যাকগ্রাথ, (১৮৯৩) ১ সিএইচ ১৪৩, লিন্ডলি, এল. জে পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ (চ্যাপ্টার পাতা. ১৪৮)

আদালতের বিবেচনার জন্য প্রধান বিষয় হল শিশুর কল্যাণ। কিন্তু শিশুর কল্যাণ কেবল অর্থ বা কেবল শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। 'কল্যাণ'শব্দটি অবশ্যই তার বিস্তৃত অর্থে নেওয়া উচিত। শিশুর নৈতিক বা ধর্মীয় কল্যাণের পাশাপাশি তার শারীরিক সুস্থতাও বিবেচনা করা উচিত। স্নেহের বন্ধনকেও উপেক্ষা করা যায় না।

৫০। যখন আদালত পিতামাতার দ্বন্দ্বমূলক দাবির মুখোমুখি হয়, তখন প্রতিবারই তাকে দাবিগুলির ন্যায্যতা প্রমাণ করতে হয়। আদালতকে কেবল আইনী ভিত্তিতে বিষয়টি দেখতে হবে না, এই জাতীয় বিষয়গুলিতে মানবিক কোণগুলি সেই বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক। আদালত তখন পক্ষগুলি কী বলে তার উপর জোর দেয় না, এটিকে এমন একটি এখতিয়ার প্রয়োগ করতে হবে যা নাবালকের কল্যাণে লক্ষ্য করে। যেমনটি সম্প্রতি মৌসুমি মৈত্র গাঙ্গুলি মামলায় (২০০৮) ৭ এসসিসি ৬৭৩ এ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, আদালতকে শিশুর সাধারণ সুখ, স্বাস্থ্যের অবস্থান, শিক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন এবং সহায়ক পরিবেশকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে,

গৌরব নাগপাল বনাম সুমেধা নাগপাল (২০০৯) ১ এস. সি. সি ৪২

তবে শারীরিক আরাম ছাড়াও নৈতিক এবং নৈতিক মূল্যবোধকেও গুরুত্ব দিতে হবে। সেগুলি অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় সমান বা আরও গুরুত্বপূর্ণ।

৫১. আইনের ১৩ ধারায় ব্যবহৃত "কল্যাণ"শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এটিকে অবশ্যই তার বিস্তৃত অর্থে নিতে হবে। শিশুর নৈতিক ও নৈতিক কল্যাণ অবশ্যই আদালতের পাশাপাশি তার শারীরিক সুস্থতার সাথেও বিবেচনা করতে হবে। যদিও বাবা-মা বা 'অভিভাবকদের'অধিকার পরিচালনাকারী বিশেষ বিধির বিধানগুলি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে, তবে এমন কিছু নেই যা আদালতের তার পিতামাতার দেশপ্রেমিক এখতিয়ার প্রয়োগ করার পথে দাঁড়াতে পারে।

২৮। এই যুক্তি দিয়ে যে, পক্ষগুলির দাবিগুলি যতই বৈধ হোক না কেন, সেগুলি রোজি জ্যাকবের ক্ষেত্রে শিশুর স্বার্থ ও কল্যাণের সাপেক্ষে ", এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যেঃ

৭,... যে নীতির ভিত্তিতে আদালত অভিভাবকদের যোগ্যতা নির্ধারণ করবে তা মূলত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করেঃ (i) অভিভাবক হওয়ার জন্য বাবার যোগ্যতা বা অন্যথায়, এবং (ii) অপ্রাপ্তবয়স্কদের স্বার্থ।

১৫. .... শিশুরা শুধুমাত্র বস্তু নয়: তারা তাদের পিতামাতার খেলা-খুশির জিনিসও নয়। আধুনিক পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে, পিতামাতার শিশুর ভবিষ্যৎ এবং জীবন সম্পর্কে একান্ত অধিকার মানবিক অবস্থানে পরিণত হয়েছে, যাতে তারা একটি স্বাভাবিক, সুষমভাবে বেড়ে ওঠে এবং সমাজের উপকারী সদস্য হয়ে ওঠে। মা এবং বাবার মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে, অভিভাবক আদালতকে শিশুদের মঙ্গল এবং তাদের যথাযথ অভিভাবকত্বের অধিকারগুলির মধ্যে একটি সঠিক এবং ন্যায্য ভারসাম্য রক্ষা করার প্রত্যাশা করা হয়। আমাদের মতে, শিখিত একক বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক ছিল এবং আমরা তার সাথে একমত। এপিলের উপর লেটার্স পেটেন্ট বেঞ্চ আমাদের কাছে ভুলভাবে তাকে উলটানোর ভিত্তি দিয়েছে, যেগুলি আমরা মূল্যায়ন করতে পারছি না।

২৯. আপিলকারীদের আইনজীবী জি. ইভা মেরি এলিজাবেথ মামলার ওপর নির্ভর করেছেন, যেখানে

এক মাস বয়সী একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর অভিভাবকত্বের বিষয় ছিল, যে শিশুকে তার বাবা তার স্ত্রীর মৃত্যুর পরপরই গির্জার প্রাঙ্গণে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে গিয়েছিল।শিশুটির অভিভাবকত্ব তখন প্রার্থীর কাছে হস্তান্তর করা হয়, যিনি গির্জার পাস্টরের মাধ্যমে দুই এবং অর্ধ বছর ধরে শিশুটির যত্ন নিয়েছিলেন। দুই এবং অর্ধ বছর পর, শিশুর বাবা প্রার্থীর কাছ থেকে শিশুটিকে ছিনিয়ে নেন। যদিও শিশুর বাবা, যিনি শিশুটিকে পরিত্যাগ করেছিলেন, একটি প্রাকৃতিক অভিভাবক ছিলেন, তবুও তাকে শিশুটির অভিভাবকত্ব অস্বীকার করা হয়।

৩০. কীর্তিকুমার মহেশঙ্কর যোশীর ক্ষেত্রে, "বাচ্চাদের বাবা আইপিসি ধারা ৪৯৮-ক-এর অধীনে অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং বাচ্চারা তাদের মাতুল চাচার সাথে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, যিনি তাদের খুব ভালভাবে দেখাশোনা করছিলেন এবং বাচ্চারা তাদের বাবার সাথে না যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, সুপ্রিম কোর্ট বাচ্চাদের তাদের সুস্থতা বোঝার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিমান বলে মনে করেছিল এবং মামলার পরিস্থিতিতে তাদের বাবার পরিবর্তে মামার কাছে হেফাজত হস্তান্তর করেছিল।

৩১. এই ক্ষেত্রে বাবা একমাত্র জীবিত স্বাভাবিক অভিভাবক এবং তিনি সন্তানকে পরিত্যাগ করেননি বা অবহেলা করেননি। শুধুমাত্র মামলার অদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে, আবেদনকারীরা শিশুটির যত্ন নিয়েছিলেন। অতএব, আবেদনকারীদের দ্বারা উদ্ধৃত মামলাগুলি তথ্যের ভিত্তিতে আলাদা করা যায় এবং সন্তানের হেফাজতকে বাবার কাছে অস্বীকার করার জন্য প্রয়োগ করা যায় না।

৩২. শিশু শিখা অদ্ভুত এবং দুঃখজনক পরিস্থিতিতে আবেদনকারীদের হেফাজতে চলে এসেছিল। আবেদনকারী ১ এবং ২ হলেন মৃত জেলামের বোন। আবেদনকারী ৪ হলেন আবেদনকারী ১-এর স্বামী। তিনজনই মহিম, মুম্বাইতে বসবাস করেন। আবেদনকারী ৩ হলেন জেলামের বিবাহিত ভাই, যিনি পুনেতে বসবাস করেন। তার গর্ভধারণের পঞ্চম মাসে, জেলাম স্টেজ ৩/৪ স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। ১৪-০৮-২০১৭ তারিখে জেলাম শিশু শিখাকে জন্ম দেন। ২৯-১১-২০১৭ তারিখে প্রথম আবেদনকারী আক্রান্ত হয়ে আক্রান্ত হন এবং তাকে অসুস্থতার কারণে মস্তিষ্কের মেনিনজাইটিস এবং যক্ষ্মার রোগে আক্রান্ত বলে নির্ণয় করা হয়। তাকে প্রায় আট দিন ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছিল, এই সময়কালে, আবেদনকারীরা জেলাম এবং শিশুটির যত্ন নিয়েছিলেন। প্রথম আবেদনকারীকে বিভিন্ন হাসপাতালে দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা করতে হয়েছিল। ২৯-১১-২০১৭ থেকে ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত, জেলাম এবং শিখা আবেদনকারীদের মুম্বাইয়ের বাসায় অবস্থান করেছিলেন। এই সময়ে,

জেলাম মাসেকটমি সার্জারি করেছিলেন। পরে, জেলাম ক্যান্সারে আবার আক্রান্ত হন এবং পুনেতে একজন চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তাই তিনি শিখা সহ আবেদনকারী ৩ এর বাসায় পুনেতে চলে যান এবং ১৭-১০-২০১৮ তারিখে জেলাম মারা যান। তার অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার পরে, উত্তরদাতা শিশুটির হেফাজত চাইতে পুনে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তারা হেফাজত হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে, তখন বাবা শিশুটির হেফাজত চেয়ে রিট আবেদন দায়ের করতে বাধ্য হন। শিশু শিখা এইভাবে অনিবার্য পরিস্থিতিতে আপিলকারীদের হেফাজতে চলে যায়। শুধুমাত্র তার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিস্থিতি বাবাকে সন্তানের যত্ন নিতে বাধা দেয়। আইনের ৬ ধারার অধীনে, বাবা হলেন স্বাভাবিক অভিভাবক এবং তিনি সন্তানের হেফাজতের অধিকারী এবং আপিলকারীদের সন্তানের হেফাজতের কোনও আইনি অধিকার নেই, একটি নাবালক সন্তানের হেফাজত কাকে দেওয়া উচিত এই প্রশ্নটি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে, সর্বাধিক বিবেচনার বিষয় হল "সন্তানের কল্যাণ"এবং বর্তমানে বলবৎ কোনও সংবিধির অধীনে পিতামাতার অধিকার নয়।

৩৩। যেমনটি রোজি জ্যাকব কেসে পূর্বে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, পিতার সক্ষমতা মূল্যায়ন করা, নির্ধারণ করা এবং প্রাধান্য দেওয়া উচিত মূলত তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে, সকল প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে। সন্তানের কল্যাণে নৈতিক লালন-পালন, অভিভাবকদের অর্থনৈতিক কল্যাণ, সন্তানের সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য, সন্তুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শিশু শিখা মাত্র চৌদ্দ মাস বয়সে তার মাকে হারিয়েছিল এবং এখন কোনও বৈধ কারণ ছাড়াই তার বাবার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। হাইকোর্ট যেমন উল্লেখ করেছে, বাবা একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি এবং একটি নামী পদে কাজ করছেন। তার অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল।

৩৪. প্রতিটি মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতির কারণে শিশুর কল্যাণ নির্ধারণ করতে হয় এবং আদালত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে না। বর্তমান ক্ষেত্রে, প্রথম উত্তরদাতা শিশুটিকে পরিত্যাগ করেননি বা সন্তানকে তার ভালবাসা ও স্নেহের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেননি। পরিস্থিতি এমন ছিল যে পিতামাতার অসুস্থতার কারণে আপিলকারীদের কিছু সময়ের জন্য সন্তানের যত্ন নিতে হয়েছিল। কেবলমাত্র, আত্মীয় হিসাবে আপিলকারীরা কিছু সময়ের জন্য সন্তানের যত্ন নিয়েছিল, তারা সন্তানের হেফাজত ধরে রাখতে পারে না। এটি আপিলকারীদের ক্ষেত্রে নয় যে প্রথম উত্তরদাতা সন্তানের যত্ন নেওয়ার জন্য অযোগ্য এই যুক্তি ছাড়া যে সন্তানের যত্ন নেওয়ার জন্য তার কোনও মহিলা সমর্থন নেই। প্রথম আবেদনকারী তার অসুস্থতা থেকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়েছেন এবং বর্তমানে তিনি সুস্থ এবং তার মায়ের সমর্থন পাচ্ছেন, ফলে তিনি শিশুটির যত্ন নিতে সক্ষম।

৩৫। আবেদনকারীরা বলেন যে শিশুটিকে প্রথম উত্তরদাতার কাছে হস্তান্তর করা বিরূপ প্রভাব ফেলবে এবং কয়েক বছর পরে হেফাজত হস্তান্তর করা যেতে পারে। শিশুটি বর্তমানে মাত্র ১½ বছর বয়সী এবং তার জন্মের পর প্রায় চার মাস পিতার সাথে ছিল। যদি প্রথম আবেদনকারীকে কোনো হেফাজত দেওয়া না হয়, তবে আদালত শিশুটি এবং তার পিতাকে একে অপরের প্রেম এবং স্নেহ থেকে বঞ্চিত করবে, যা তাদের প্রাপ্য। যেহেতু শিশুটি কোমল বয়সে, অর্থাৎ ১½ বছর বয়সে, তার পছন্দ এই পর্যায়ে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সময়ের সাথে সাথে, শিশুটি আবেদনকারীদের সাথে আরও সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে এবং কিছু সময় পর, সে তার পিতার কাছে যেতে অনিচ্ছুক হতে পারে, এমন পরিস্থিতিতে প্রথম আবেদনকারী তার শিশুর প্রেম এবং স্নেহ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হতে পারেন। শিশুর কল্যাণ এবং পিতার হেফাজতের অধিকার বিবেচনায় নিয়ে এবং মামলার সমস্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে, আমরা মনে করি যে, হাইকোর্ট সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে শিশুর কল্যাণ সর্বোত্তমভাবে প্রথম আবেদনকারীর কাছে হেফাজত হস্তান্তরের মাধ্যমে সুরক্ষিত হবে।

৩৬. আবেদনকারীদের হেফাজত থেকে শিশুটিকে নিয়ে প্রথম আবেদনকারীর কাছে হেফাজত হস্তান্তর করা প্রাথমিকভাবে কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে; তবে আমাদের মতামতে, সময়ের সাথে সাথে এটি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তবে, যতদিন না শিশুটি প্রথম আবেদনকারী-পিতার বাসার পরিবেশে সম্পূর্ণভাবে মানিয়ে নেয়, ততদিন পর্যন্ত আবেদনকারী ২ ও ৩ শিশুটির সঙ্গে প্রথম তিন মাসের জন্য পুরো দিন, অর্থাৎ সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত, প্রথম আবেদনকারীর বাসায় শিশুটির সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। এই সময়ে প্রথম আবেদনকারী আবেদনকারী ২ ও ৩ এর আরামের ব্যবস্থা করবেন। তিন মাস পর, আবেদনকারী ২ ও ৩ প্রথম আবেদনকারীর বাসায় প্রতি শনিবার এবং রবিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৪টা পর্যন্ত শিশুটির সাথে দেখা করতে পারবেন। শিশুটি চার বছর বয়স পূর্ণ করার পর, আবেদনকারী ২ ও ৩ প্রতি শনিবার এবং রবিবার, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শিশুটিকে তার পিতার বাসা থেকে নিয়ে যেতে পারবেন এবং বিকেল ৫টার মধ্যে শিশুটির হেফাজত প্রথম আবেদনকারী-পিতার কাছে ফিরিয়ে দেবেন। পরিদর্শন অধিকারের আরও কোনও পরিবর্তনের জন্য, উভয় পক্ষই উচ্চ আদালতের কাছে যেতে পারে।

৩৭। হাইকোর্টের ০৬.০২.২০১৯ তারিখের অপসৃত রায় ২০১৮ সালের ফৌজদারি রিট পিটিশন নং ৫২১৪ , উপরের নির্দেশনা এবং পর্যবেক্ষণ অনুসারে মঞ্জুর করা হলো। আবেদনকারীরা ১০.০৫.২০১৯ তারিখে সকাল ১০.০০ টায় প্রথম আবেদনকারী-পিতার বাসায় শিশুটির হেফাজত প্রথম আবেদনকারী-পিতার কাছে হস্তান্তর করবেন।

সন্তানের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে, উভয় পক্ষই আদালতের নির্দেশ মেনে চলার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করবে। সেই অনুযায়ী এই আপিল নিষ্পত্তি করা হয়।

নিধি জৈন আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটিমাতৃভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবেনা ।সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Arfa Banerjee